

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট  
হাইকোর্ট বিভাগ  
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিসডিকশান)

রীট পিটিশন নং ৩৬৭১/২০০৯

ইন দি ম্যাটার অফঃ

বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২(২)(ক)(আ) অনুচ্ছেদ  
অনুযায়ী একটি আবেদনপত্র;

এবং

ইন দি ম্যাটার অফঃ

মোসাঃ রং মালা গং

--- দরখাস্তকারীগণ

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং

---প্রতিবাদীগণ পক্ষে

জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, এ্যাডভোকেট

---দরখাস্তকারীগণপক্ষে।

জনাব এ,কে,এম বদরুদ্দোজা, এ্যাডভোকেট

--২ এবং ৩ নং প্রতিবাদীপক্ষে।

জনাব মোঃ মুনসুরুল হক চৌধুরী, এ্যাডভোকেট

--৫ নং প্রতিবাদীপক্ষে।

শুনানী ও রায় প্রদানঃ আগষ্ট, ১১, ২০১০।

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ, এইচ, এম, শামসুদ্দিন চৌধুরী

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২(২)(ক)(আ) অনুচ্ছেদ-এর

বিধানমতে একটি রীট আবেদন পত্র।

দরখাস্তকারীগণ এল, এ, কেস নং ৩০/১৯৫৮-৫৯ মূলে ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে

মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের এফ ব্লকের পুনর্বাসন প্লট নং ৮/১১ এর বরাদ্দ পাওয়া

এবং আদালতের আদেশ অমান্য করিয়া ৫ নং প্রতিবাদীর বরাবরে ৫-১১-১৯৯৪ ইং তারিখে ৩৭৭৭ নং লীজ দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে এবং তাহার কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই মর্মে ঘোষণার প্রার্থনায় অত্র রীট আবেদন দাখিল করেন।

অত্র আদালতের একটি বিজ্ঞ দ্বৈত বেঞ্চ নিম্নোক্ত মর্মে রুল নিশি জারী করেনঃ

“Let a Rule Nisi issue calling upon the Respondent Nos. 1-4 to show cause as to why they shall not be directed to allot the re-habilitation Plot NO. 8/11, Block-F, Mohammadpur Housing Estate, Mohammadpur, Dhaka in favour of the petitioners as affected by L.A. Case No. 30 of 1958-59 and why the execution and registration of lease deed No. 3777 dated 5.11.1994 in favour of Respondent No. 5 shall not be declared to have been done without lawful authority and to be of no legal effect and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

The Respondent Nos. 1-5 are hereby restrained from disturbing the petitioners' peaceful possession and occupation of the re-habilitation Plot No. 8/11, Block-F, Mohammadpur Housing Estate, Mohammad, Dhaka for a period of 2(two) months from date.

The Rule is made returnable within 4(four) weeks from date.”

রুলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে দরখাস্তকারীগণ পক্ষে সংক্ষিপ্ত রীট আবেদনের ঘটনা এই যে, দরখাস্তকারীগণের পিতা মরহুম লাল মিয়া দলিলে উল্লেখিত দাগ খতিয়ানে ১৮<sup>১</sup>/<sub>২</sub> শতাংশ সম্পত্তি ০৩-০২-১৯৫৮ সালে ১৫৫০ নং রেজিস্ট্রীকৃত দলিলমূলে খরিদ করিয়া ভোগ দখলে থাকা অবস্থায় উক্ত সম্পত্তি এল, এ, কেস নং ৩০/১৯৫৮-৫৯ মূলে মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট এর জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। দরখাস্তকারীগণের পিতা ১৯৭০ সনের দরখাস্তকারীগণদের একমাত্র ওয়ারিশ রাখিয়া ইন্তেকাল করেন। যাহার সমর্থনে সাকসেশন সার্টিফিকেট যাহার সাকসেশন কেইস নং ২৮১/১৯৮১ সংযুক্ত করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীগণ কথিত পুনর্বাসন প্লটে ভোগ দখল থাকিয়া একাধিকবার কথিত প্লটটির বরাদ্দ পাওয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের বরাবরে আবেদন করিয়া আসিতেছেন। দরখাস্তকারীগণের ১৪-১-১৯৮৭ ও ২৪-৩-১৯৮৮ ইং তারিখের দরখাস্তের কপি যাহা (এ্যানেক্সার সি এবং সি-১) সংযুক্ত করিয়াছেন। দরখাস্তকারীগণ কথিত পুনর্বাসন প্লটে প্রথমে ১৯৯৩ সালের আগষ্ট মাসে বিদ্যুৎ সংযোগ, ১৯৯৫ এবং ২০০৪ সালে যথাএকমে পানি ও গ্যাস সংযোগ নেন। দরখাস্তকারীগণ দাবী করেন যে, তাহারা অশিক্ষিত, সম্পত্তি রক্ষা করার মত জ্ঞান তাদের নাই, এই সুযোগে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কিছু কর্মকর্তার যোগসাজসে কথিত পুনর্বাসন প্লটটি স্মারক নং এ.এস- ৭/৯২/৮১৯ক. সে তারিখ ২০-১-১৯৯৪ মূলে জঁনেকা রোকেয়া খাতুনকে বরাদ্দ প্রদান করেন। উক্ত রোকেয়া খাতুন ২৮-৬-১৯৯৪ ইং তারিখে ২০৭২ নং রেজিস্ট্রীকৃত দলিলমূলে জঁনেক খলিল মিয়াকে অপ্রত্যাখ্যানযোগ্য আমমোজারনামা প্রদান করেন। তখন হইতেই কথিত বরাদ্দ প্রাপক রোকেয়া খাতুন ঘটনার অন্তরালে রহিয়াছেন। এমতাবস্থায় ১নং দরখাস্তকারী প্রথম সহকারী জজ আদালত, ঢাকায় স্বত্ব ঘোষণা ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় ১-৬

বিবাদীসহ অন্য একজন এর বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকাদ্দমা নং ২৬/১৯৯৪ দায়ের করেন। যাহা পরবর্তীতে তৃতীয় সহকারী জজ আদালতে বদলী হয় এবং নতুন নম্বর হয়- ৬১০৭/২০০৮ যাহা (এ্যানেক্সার-F) সংযুক্ত করা হইয়াছে। ৫ নং প্রতিবাদী তথা রোকেয়া বেগম এর বরাবরে পূর্বোল্লিখিত স্মারকের বরাতে প্লটটি বরাদ্দের পর দরখাস্তকারীগণের আবেদনের ভিত্তিতে মোঃ মোক্তার হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, ১৫-২-১৯৯৪ ইং তারিখে এক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন, (এ্যানেক্সার-জি) যাহা সংযুক্ত করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারীদের নালিশী প্লট হইতে ১-৬ নং প্রতিবাদী যাহাতে উচ্ছেদ করিতে না পারে সেই মর্মে দেওয়ানী ২৬/১৯৯৪ মোকাদ্দমাতে দাখিলকৃত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত খারিজ হইলে দরখাস্তকারীগণ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র হইয়া জেলা জজ, আদালত, ঢাকায়, বিবিধ আপীল নং ২৩/১৯৯৪ দায়ের করিলে বিজ্ঞ জেলা জজ ১৬/০২/১৯৯৪ ইং তারিখে স্থিতাবস্থার আদেশ দিয়া ৫ম সাব জজ আদালতে মোকাদ্দমাটি নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিলে ১৮-১১-১৯৯৬ ইং তারিখে বিবিধ আপীল মোকাদ্দমাটি ডিসমিস হইলে দরখাস্তকারীগণ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন নং-৬৪/১৯৯৭ দায়ের করিলে বিজ্ঞ আদালত রুলসহ স্থিতাবস্থা জারী করেন এবং রুলটি ১৯-০৭-২০০৩ ইং তারিখে এ্যাবসলিউট হয় (এ্যানেক্সার-এইচ-এইচ-১)। দরখাস্তকারী পক্ষের উল্লেখিত বিবিধ আপীল নং-২৩/১৯৯৪ তে ৪ নং প্রতিবাদীপক্ষের জবাবে স্মারক নং ২০-৭৫/১৭০৭/ঢাগৃবি-২ ৫-১০-১৯৯৫ মূলে স্বীকার করেন যে, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তকারীগণ পুনর্বাসন প্লট পাইতে হকদার।

উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন ও জেলা জজ আদালতের ১৬-২-১৯৯৪ ইং তারিখের বিবিধ আপীল নং ২৩/১৯৯৪ তে প্রদত্ত স্থিতাবস্থা বজায় থাকা সত্ত্বেও তথা আদালতের আদেশ উপেক্ষা করিয়া গৃহ নির্মাণ অধিদপ্তর ২-৪ প্রতিবাদীপক্ষ ৫ নং প্রতিবাদী বরাবরে ৫-১১-১৯৯৪ ইং তারিখে ৩৭৭৭ নং লীজ দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী করে দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় আদালতের আদেশ অমান্য করার জন্য ১নং দরখাস্তকারী পক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৯ নিয়ম (২) এর বিধানমতে ১/১৯৯৫ নং বিবিধ কেইস (বিবিধ আপীল ২৩/১৯৯৪ হইতে উদ্ধৃত) দায়ের করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত বিবিধ কেইসটি তদবিরের অভাবে খারিজ হয়। ১নং দরখাস্তকারী পুনরায় বিবিধ কেইস নং ৬১/২০০১ দায়ের করেন (বিবিধ আপীল ২৩/১৯৯৪ হইতে উদ্ধৃত) যাহা এখনও বিচারাধীন আছে (এ্যানেক্সার-কে এবং কে-১)।

৫ নং প্রতিবাদী গৃহ নির্মাণ কর্তৃপক্ষের নিকট পুনর্বাসন প্লট বরাদ্দ পাওয়ার জন্য ৩০/০১/১৯৯৪ ইং তারিখে নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত হলফনামা প্রদান করেন। সেখানে ৫ নং প্রতিবাদীর বয়স দেখানো হয়েছে ৩৫ বৎসর।

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ৪ নং প্রতিবাদী এই প্রথমবার স্মারক নং ৭৩৫(২) উবিপ্র-৪, তারিখ ১৯/০৮/২০০৮ মূলে দরখাস্তকারীদের এবং ৫ নং প্রতিবাদীকে পুনর্বাসনের দাবীর স্বপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে তাহাদের কাগজপত্র নিয়া হাজির হইতে বলেন। দরখাস্তকারী পক্ষ ২৭/০৮/২০০৮ইং তারিখে ৪ নং প্রতিবাদী বরাবরে তাহাদের যাবতীয় দলিলপত্র তালিকা অনুযায়ী জমা দেন (এ্যানেক্সার-এন-এন-১)।

অন্যদিকে ১নং দরখাস্তকারীর দাখিলকৃত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাসহ সত্ত্ব ঘোষণার মোকাদ্দমা নং ২৬/১৯৯৪ পুনঃ নং ৬১০৭/২০০৮ যাহা ৫ নং প্রতিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ নিয়ম ১১এর বিধান মতে দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে ০৫/০৩/২০০৯ তারিখে আর্জি প্রত্যাখান হয় (এ্যানেস্কার-ও)।

এখানে উল্লেখ্য যে, ৫ নং প্রতিবাদী প্রথম সহকারী জজ আদালত, ঢাকায় কথিত পুনর্বাসন প্লট হইতে দরখাস্তকারীগণের উচ্ছেদের নিমিত্তে দেওয়ানী মোকাদ্দমা নং ২৩৮/১৯৯৮ (পুনঃ নং-১৮৫/১৯৯৭) তৎপর নুতন নম্বর ৬১০৮/২০০০ দায়ের করেন। উক্ত মোকাদ্দমায় দরখাস্তকারীগণ হাজির হইয়া জোরালোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং এক পর্যায়ে ৫ নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে জাল জালিয়াতির অভিযোগ আনিলে ৫ নং প্রতিবাদী ০১/০৭/২০০৮ ইং তারিখে মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য এই মর্মে দরখাস্ত করেন যে, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্তকারীগণকে উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে পুনরায় মামলা দাখিল করিবে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীগণ ০৫/০৪/২০০৯ ইং তারিখ চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের বরাবরে ৫ নং প্রতিবাদীর লীজ দলিল বাতিলের আবেদনসহ দরখাস্তকারীগণের বরাবরে ফ্রেশ লীজ দলিল দেওয়ার আবেদন জানান (এ্যানেস্কার-পি)। দরখাস্তকারীগণ উক্ত দরখাস্তের কোন প্রতিউত্তর না পাইয়া ২৫/০৪/২০০৯ ইং তারিখে মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের এফ ব্লকের পুনর্বাসন প্লট নং-৮/১১, এর জাল জালিয়াতি এবং ৫ নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বরাবরে একখানা দরখাস্ত দাখিল করেন, যাহার কপি ১ নং প্রতিবাদী বরাবরে প্রেরণ করেন (এ্যানেস্কার-কিউ)। এতদসত্ত্বেও কোন প্রতিকার না পাওয়ায় ০৫/১১/১৯৯৪ ইং

তারিখে ৩৭৭৭ নং লীজ দলিল বাতিল চাহিয়া বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে ৩ নং প্রতিবাদীর বরাবরে নোটিশ ডিম্যান্ডিং জাস্টিস প্রেরণ করেন (এ্যানেক্সার-আর), তাহাতেও কোন ফলোদয় না হওয়ায় আইনের দ্বারা অন্যকোন সমফলপ্রদ বিধান না থাকায় দরখাস্তকারীগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী অত্র রীট মোকদ্দমা দায়ের করেছেন যাহার ফলে অত্র রুল নিশি জারী হইয়াছে।

রুলটি শুনানীকালে দরখাস্তকারীপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ হারুন-অর রশিদ উপস্থিত হইয়া দরখাস্তকারীগণের দরখাস্তের বঙ্গব্য সমর্থন করিয়া নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারীগণ কথিত প্লটের সরেজমিনে দখলে আছেন এবং এল,এ, কেস নং ৩০/১৯৫৮-৫৯ এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত, তথায় তাহারা বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পানির সংযোগ নিয়া ভোগ দখলে আছেন, বিধায় সরকারের গৃহায়ন নীতির আওতায় ১-৪ বিবাদীর উচিৎ ছিল তর্কিত পুনর্বাসন প্লটটি দরখাস্তকারীদের বরাবরে বরাদ্দ প্রদান করা। তাহা না করায় দরখাস্তকারীগণ বঞ্চিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় নিবেদন করেন যে, এল, এ, কেস ৩০/৫৮-৫৯ এর আওতায় দরখাস্তকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, কিন্তু ইহা বিবেচনায় না নিয়া ১-৪ নং প্রতিবাদীগণ উল্লেখিত পুনর্বাসন প্লটটি ৫ নং প্রতিবাদী যিনি ভূয়া ব্যক্তি এবং এল,এ, কেসের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত নয়, তাহার নামে ৫-১১-১৯৯৪ ইং তারিখে ৩৭৭৭ নং লীজ দলিল সম্পাদন করিয়া দেওয়া আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে এবং তাহার কোন কার্যকারিতা নাই।

তৃতীয় হেতুবাদ হইতেছে তর্কিত পুনর্বাসন প্লটটির উপর যথাযথ দেওয়ানী আদালতের স্থিতাবস্থা বজায় থাকার আদেশ সত্ত্বেও ১ -৪ নং প্রতিবাদীগণ ৫ নং

প্রতিবাদীর বরাবরে ৫-১১-১৯৯৪ ইং তারিখে যে ৩৭৭৭ নং লীজ দলিল রেজিস্ট্রেশন করিয়া দিয়াছেন তাহা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিচার বিভাগীয় কার্যপ্রণালী অপমান/অবমাননা করার শামিল বিধায়, তাহা আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে এবং তাহার কোন কার্যকারিতা নাই।

দরখাস্তকারীপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালায় প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে, কোন ব্যক্তি সম্পত্তির মালিক না হওয়া পর্যন্ত কাহাকেও কোন আমমোঞ্জারনামা সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে পারেন না। সেইহেতু ৫ নং প্রতিবাদী রোকেয়া খাতুন, মোঃ খলিল মিয়াকে যে আমমোঞ্জার নিয়োগ করিয়াছেন তাহা আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে এবং তাহার কোন কার্যকারিতা নাই।

সর্বোপরি দরখাস্তকারীগণের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারীদের আইনের অন্য কোন বিধানে সমপ্রদফল পাওয়ার সুযোগ নাই বিধায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২(২)(ক)(অ) (আ)এর আওতায় অত্র রীট মোকদ্দমায় প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছেন। উল্লেখিত কারণে অত্র রুলটি এ্যাবসলিউট হওয়া উচিত।

অন্যদিকে ৫ নং প্রতিবাদী পক্ষ এফিডেভিট ইন অপজিশন দাখিল করেন। তিনি তাহার এফিডেভিট-ইন-অপজিশনে দরখাস্তকারীগণের দরখাস্তের মূখ্য বিষয়গুলো অস্বীকার করিয়া বর্ণনা করেন যে, দরখাস্তকারীগণ কথিত পূনর্বাসন প্লটটির সামান্য অংশে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, বর্তমান বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ তাহাকে কথিত নালিশি প্লটটি পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া বরাদ্দ প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি তথায় বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির সংযোগ নিয়া সেমি পাকা ঘর নির্মাণ করিয়া বসবাস



করিতেছেন এবং যথা নিয়মে তিনি গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল পরিশোধ করিতেছেন (এ্যানেস্কার-১ এবং ২)।

তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, কথিত এল, এ, কেসের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্তরাই বহু পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। দরখাস্তকারীগণের কথিত এল,এ,কেইস এর এওয়ার্ড (এ্যানেস্কার-এ-১) যাহার তারিখ ২৭/১১/১৯৯৬ সঠিক নহে মর্মে উল্লেখ করেন। দরখাস্তকারীগণের পিতা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তথা ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে কোন পুনর্বাসন প্লট দাবী করেন নাই। দরখাস্তকারীগণ বর্তমানে বিভিন্ন বিলের কাগজপত্র তথা (এ্যানেস্কার -ডি,ডি-১,ডি-২,ডি-৩) জাল জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজন করিয়াছেন, যাহার কোন আইনগত ভিত্তি নাই।

দরখাস্তকারীগণ ইতিপূর্বে একাধিক মামলা দায়ের করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেওয়ানী মোকাদ্দমা ৬১০৭/২০০৮, যাহার আর্জি দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ নিয়ম ১১ এর বিধান মতে ০৫-০৩-২০০৯ ইং তারিখে প্রত্যাখাত হইয়াছে যাহার রায়-ডিএফি (এ্যানেস্কার-৪-৫) সংযুক্ত। দরখাস্তে আরও বর্ণনা করেন যে, দরখাস্তকারীগণের পিতা ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে তাহার পূর্ণ প্রাপ্য বুঝিয়া নিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘ এত বছর পরে তাহার ওয়ারিশগণের পুনর্বাসন প্লট দাবী করার কোন যুক্তিসঙ্গত অধিকার নাই। দরখাস্তে আরও বর্ণনা করেন যে, দরখাস্তকারীগণ বিভিন্ন কৌশলে বিভিন্ন প্লটের ভাড়াটিয়া হিসাবে ঢুকিয়া মালিকানা দাবী করিয়া সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করেন এবং টাকা আদায় করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, ঢাকা উপ-বিভাগ-৪, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ মোহাম্মদপুর, ঢাকা, তারিখ ২৮/১০/২০০৮ কর্তৃক কথিত প্লটের একটি রিপোর্টে উল্লেখ রহিয়াছে (যাহা এফিডেভিট-ইন-অপজিশনে সংযোজিত হইয়াছে)।

দরখাস্তে আরও বর্ণনা করেন যে, দরখাস্তকারীগণ কথিত এল, এ, কেসের ক্ষতিগ্রস্তের ওয়ারিশ হিসাবে পুনর্বাসন প্লটটি দাবী করিতেছেন, যাহা ইতিপূর্বে ৫ নং প্রতিবাদী বরাবরে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদ্ধতি প্রতিপালনের পর বরাদ্দসহ লীজ দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন (এ্যানেক্সার-৩)। দরখাস্তকারীগণ প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে পুনর্বাসন প্লট পাওয়ার অধিকারী হয়, তবে তাহাদের সে অধিকার থাকিতেও পারে কিন্তু নির্দিষ্ট কোন প্লটই তাহারা পাইতে হকদার এধরনের কোন বিধান নাই। অধিকন্তু আইনসঙ্গতভাবে তাহাদের তথাকথিত দাবীকৃত প্লটটি যেখানে বরাদ্দ এবং রেজিষ্ট্রি লীজ দলিল সম্পাদন ও দখল হস্তান্তর করা হইয়াছে, সেখানে এই রীট এখতিয়ারে দরখাস্তকারীগণের কোন প্রতিকার নাই।

৫নং প্রতিবাদী পক্ষে শুনানীকালে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ মুনসুরুল হক চৌধুরী এফিডেভিট-ইন-অপজিশনের বক্তব্য সমর্থন করিয়া নিবেদন করেন যে দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী দরখাস্তকারীদের পুরো দরখাস্তই বিতর্কিত ঘটনার সম্পর্কীয় প্রশ্নের পাহাড় (Disputed questions of fact) যাহা রীট এখতিয়ারে সংক্ষিপ্ত বিচার প্রণালীতে নিষ্পত্তি/বিচারকার্য সমাধান করার কোন সুযোগ নাই। অধিকন্তু দরখাস্তকারীপক্ষে দাখিলকৃত দেওয়ানী মোকদ্দমা ৬১০৭/২০০৮ এর প্রার্থনাও প্রতিকার এবং অত্র রীট মোকদ্দমার প্রার্থনা ও প্রতিকার একই। দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ নিয়ম ১১ এর বিধান মতে উক্ত মামলার আরজি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। অথচ দরখাস্তকারীগণ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল না করিয়া আপীলের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অত্র রীট মোকদ্দমা দায়ের করেন।

২-৩ নং প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ,কে,এম বদরুদ্দোজা ওকালতনামা দাখিল করেন, তবে তিনি কোন এফিডেভিট ইন অপজিশন দাখিল করেন নাই। তিনি ৫ নং প্রতিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য সমর্থন করিয়া নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারীগণের দরখাস্তে যে বিতর্কিত ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখার সুযোগ রীট এখতিয়ার আদালতের বহির্ভূত। অতএব, রীট মোকাদ্দমাটি রক্ষণীয়তার অভাবে খারিজযোগ্য।

দরখাস্তকারীগণের রীট দরখাস্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীগণ একগাদা প্রতিকার এর সমাধান চাহিয়া অত্র রীট মোকাদ্দমা দায়ের করিয়াছেন; যদিও রীট মোকাদ্দমায় প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, এল,এ, কেইস নং ৩০/১৯৫৮-৫৯ এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত, তাহাদের পিতার ওয়ারিশ হিসাবে মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের এফ, ব্লকের ৮/১১ নং প্লটটি তাহাদের বরাবরে ইজারা প্রদান এবং ৫নং প্রতিবাদী বরাবরে ০৫/১১/১৯৯৪ ইং তারিখে জেলা জজ আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশ অমান্য করিয়া রেজিস্ট্রীকৃত ৩৭৭৭ নং লীজ দলিল অকার্যকর এবং তাহা আইনগত কর্তৃক ব্যাতিরেকে মর্মে ঘোষিত হউক।

তবে দরখাস্তকারীদের সমগ্র রীট দরখাস্তটি তন্নতন্ন করিয়া বিচার বিশ্লেষণ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীগণ অত্র রীট মোকাদ্দমায় একগাদা বিতর্কিত প্রশ্নের সমাধানের প্রত্যাশায় অত্র আদালতে হাজির হইয়াছেন। তাহাদের দরখাস্ত অনুযায়ী প্রথমতঃ তাহারা ৫নং প্রতিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত আমমোক্তারনামা চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কথিত নালিশী প্লটটির স্বত্ব ঘোষণা ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবীতে শুধুমাত্র ১নং দরখাস্তকারিণী ঢাকার প্রথম সহকারী জজ আদালতে দেওয়ানী-২৬/১৯৯৪ নং মোকাদ্দমা

দায়ের করেন। যাহা পরবর্তীতে তৃতীয় সহকারী জজ আদালতে বদলী হয় এবং নতুন নম্বর হয় ৬১০৭/২০০৮ উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা হইতে উদ্ধৃত সিভিল রিভিশন মামলা নং-৬৪/১৯৯৭ এর স্থিতাবস্থা এবং পরবর্তীতে রুলটি এ্যাবসলিউট হওয়া সত্ত্বেও ৪নং প্রতিপক্ষ ৫নং প্রতিপক্ষ যিনি ক্ষতিগ্রস্ত নহে মর্মে পুনর্বাসন প্লট পাইতে পারেন না তাহার বরাবরে ০৫.১১.১৯৯৪ ইং তারিখে ৩৭৭৭ নং লীজ দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন, তৃতীয়তঃ দরখাস্তকারীগণ মোহাম্মদপুর হাউজিং এ্যাস্টেটের প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি যাহা এল এ কেস নং-৩০/১৯৫৯/১৯৫৯ মূলে তাহার পিতা ক্ষতিগ্রস্ত। তাহার পিতার খরিদকৃত  $১৪\frac{১}{২}$  শতাংশ সম্পত্তি ঐ এল এ কেসের আওতায় অধিগ্রহণ করা হয়। যাহা তিনি ১৫৫০ নং রেজিস্ট্রীকৃত সাবকবলা দলিলমূলে ০৩.০২.১৯৫৮ সালে খরিদ করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারীগণের পিতা ১৯৭০ সালে তাহাদেরকে একমাত্র ওয়ারিশ রেখে ইস্তেকাল করেন। তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে পুনর্বাসন প্লটটি ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে দরখাস্ত দাখিল করেন। তাহারা কথিত প্লটে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সংযোগ লাইন নিয়া ভোগদখলে আছেন। দরখাস্তকারীগণের দাবী ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে পুনর্বাসন প্লট পাওয়া নীতিগত অধিকার তাহাদের আছে এবং যাহা ১-৪ নং প্রতিবাদী পক্ষ প্রতিপালন না করিয়া ৫নং প্রতিবাদীকে কথিত পুনর্বাসন প্লটটি বরাদ্দ এবং আদালতের স্থিতাবস্থা বজায় থাকা অবস্থায় লীজ দলিল রেজিস্ট্রি করিয়া দিয়াছেন যাহা আইন সংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে এবং তাহার কোন কার্যকারিতা নাই, ইত্যাকার অনেকগুলি প্রতিকার তাহারা এই রীট মোকদ্দমায় প্রার্থনা করিয়াছেন।

আমাদের সামনে বিচার্য বিষয় হইতেছে প্রথমত, রীট আবেদনটি বিতর্কিত প্রশ্নের ঘটনার সম্মুখীন কিনা? (Disputed questions of fact) ও রীট এখতিয়ারে সংক্ষিপ্ত

বিচার প্রণালীতে (summary procedure) তাহা নিষ্পত্তি সম্ভব কিনা এবং দ্বিতীয়ত, দরখাস্তকারীদের প্রচলিত আইনে যথাযথ প্রতিকার (Alternative remedy) পাওয়ার বিধান আছে কিনা?

প্রথমে আমরা দেখিব রীট আবেদনটি বিতর্কিত প্রশ্নের ঘটনার (Disputed question of fact) সম্মুখীন কিনা ও তাহা রীট এখতিয়ারের সংক্ষিপ্ত বিচার প্রণালীতে (summary procedure) বিচার নিষ্পত্তি সম্ভব কিনা?

দরখাস্তকারীগণের দরখাস্ত বিশ্লেষণ করিলে প্রতীয়মান যে, তাহাদের দাবী মতে তাহাদের পিতা এল, এ, কেইস নং ৩০/১৯৫৮-৫৯ এর ক্ষতিগ্রস্ত, কিনা? তাহারা ক্ষতিগ্রস্তের ওয়ারিশ কিনা? ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে কথিত পুনর্বাসন প্লট পাওয়া বা দেওয়ার নীতিগত কোন বিধি বিধান ছিল কিনা? কিংবা তাহা প্রতিবাদীগণ প্রতিপালনের আইনগত বাধ্য কিনা? ৫নং প্রতিবাদীর প্রদত্ত আমমোক্তার বৈধ কিনা? তাহার বরাবরে ২-৪ নং প্রতিবাদীগণ কর্তৃক প্রদত্ত লীজ দলিল বাতিলযোগ্য কিনা? তাহারা কথিত প্লটে দখল আছেন কিনা? ইত্যাকার যে সকল বিষয় এর অবতারণা এখানে করা হইয়াছে তাহা সকলই বিতর্কিত ঘটনা, কেননা ২-৩ ও ৫ নং প্রতিবাদী পক্ষ তাহাদের দাবীগুলি লিখিতভাবে সংযুক্তি এ্যানেক্সার সহ ও শুনানীকালে অস্বীকার করিয়াছেন, সেহেতু দরখাস্তকারীগণের এই বিষয়গুলির মীমাংসা করিতে হইলে উভয় পক্ষের প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ব্যতীত বিচার বিশ্লেষণ করা রীট এখতিয়ারের মত সংক্ষিপ্ত বিচার প্রণালীতে সম্ভব নয়।

রীট এখতিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিচার প্রণালী। এখানে দরখাস্তকারীর হলফকৃত দরখাস্ত এবং সংশ্লিষ্ট দাখিলকৃত কাগজপত্রের সমর্থনে বর্ণনার উপর এবং অপরপক্ষের

এফিডেভিট ইন অপজিশন (যদি দাখিল করিয়া থাকেন) তাহার উপর ভিত্তি করিয়া রীট মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বিধান প্রচলিত। ব্যতিক্রম ব্যতীত কোন পক্ষের সাক্ষ্য কিংবা বিতর্কিত বিষয় কাগজপত্র, পর্যালোচনা সত্যতা নিরূপণ কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন সুযোগ রীট এখতিয়ারে নাই। এক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ৩১ ডিএলআর (এডি) ৩০৩, নিউ ইন্ডিয়া টি কোম্পানী লিঃ-বনাম-বাংলাদেশ গং মোকদ্দমার নজির এখানে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, "There is a long line of decisions in favour of the view that the High Court should not enter into disputed questions of fact nor decide any question as to title which require investigation into facts and taking of elaborate evidence".

৫২ ডিএলআর (এডি) ১৭৪, বাংলাদেশ গং-বনাম-হাবিব জামিল মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত ও এখানে বিবেচ্য। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, "It is well settled that a writ Bench will not go into and resolve contentious matters in its summary procedure."

৫১ ডিএলআর (এডি) ২৩২ সামসুন নাহার সালাম গং-বনাম-মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান গং মোকদ্দমায় ও একইরূপ সিদ্ধান্ত হয়,যাহা, "A writ Court cannot and should not decide any disputed question of fact which requires evidence to be taken for settlement."

৩৪ ডিএলআর ১৯০, হামিদুল হক চৌধুরী-বনাম-বাংলাদেশ মোকদ্দমার নজির এখানে যথাযথ বিবেচ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, The court will neither decide

the complicated question of title nor disputed questions of fact relating to damages or compensation."

4 MLR (AD) 201, 5 MLR (AD) 71 একই ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত যাহা এই মোকদ্দমার ক্ষেত্রে বিবেচ্য।

অন্যদিকে রীট আবেদনের বর্ণনা মতে "এ্যানেস্সার-ও" মূলে দেখা যায় যে, ১নং দরখাস্তকারীনির দাখিলকৃত দেওয়ানী ২৬/১৯৯৪ নং মোকদ্দমা যাহার পরবর্তী নং- ৬১০৭/২০০৮ যাহার আর্জি দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৭ নিয়ম ১১ এর বিধান মতে প্রত্যাখান হইয়াছে এবং যেহেতু দেওয়ানী কার্যবিধির ২(২) ধারা অনুযায়ী এই আর্জি প্রত্যাখানের আদেশ মামলার বিষয় সম্পর্কে পক্ষগণের অধিকার চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করিয়াছে সেহেতু উক্ত আদেশকে ডিক্রি বলা যায়। বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য ২(২)ধারা এখানে উল্লেখ করা হইল ২------(২)"decree" means the formal expression of an adjudication which so far as regards the court expressing it, conclusively determines the right of the parties with regards to all or any of the Matters in contorversy in the suit and may be either preliminaray or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144, but shall not include.

(a) Any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, or

(b) any order of dismissal for default.

দেওয়ানী কার্যবিধির ২(২) ধারার সংজ্ঞা অনুযায়ী আর্জি প্রত্যাখানের (Rejection) আদেশ একটি চূড়ান্ত আদেশ হেতু তাহা ডিক্রি বলিয়া গণ্য হইবে এবং একই আইনের বিধান অনুযায়ী সুস্পষ্ট বিকল্প প্রতিকার রহিয়াছে। যাহার বিরুদ্ধে দরখাস্তকারীদের দেওয়ানী কার্যবিধির বিধান অনুযায়ী আপীল করার সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও দরখাস্তকারীগণ উক্ত আপীলের সুযোগ না নিয়া রীট এখতিয়ারে অত্র আবেদন দাখিল করিয়াছেন যাহা রক্ষণীয় নহে। এক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ২৯ ডিএলআর (এডি) ২৩২, শফিকুর রহমান-বনাম-সার্টিফিকেট অফিস মোকদ্দমার নজির প্রণিধানযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, "if the alternative remedy is adequate and equally efficacious, in that case such an alternative remedy is a positive bar to the exercise of the writ jurisdiction even though the writ concerned is in the nature of certiorari,"

৭ এমএলআর(এডি) ১৫৮, দি ডাইরেক্টর হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট এন্ড সেক্রেটারী, মিনিষ্টারী অব হাউজিং এন্ড পাবলিক ওয়ার্কস গং-বনাম-দারুস সালাম কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ গং মোকদ্দমায়ও একই রূপ সিদ্ধান্ত হয়, সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, "In the background of the fact as in the writ petition we are of the view petitioners' remedy lies either at the level as has been observed by the High Court Division in the concluding part of its judgment or at some other proper forum where contentious facts legally can be adjudicated."



অধিকন্তু দরখাস্তকারীদের বর্ণনা মতে (এনেঞ্জার কে এবং কে(১) বিবিধ কেইস নং ৬১/২০০১ (যাহা বিবিধ আপীল ২৩/১৯৯৪ হইতে উদ্ধৃত) এখনও বিচারাধীন রহিয়াছে মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে, অধিকন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৬১০৮/২০০০ যাহা ৫/৩/২০০৯ তারিখে আর্জি প্রত্যাখানের আদেশ দেওয়ানী কার্যবিধি ২(২)ধারা অনুযায়ী রায় ডিক্রি বলিয়া গন্য এবং উক্ত রায় ডিক্রির বিরুদ্ধে ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল কিন্তু দরখাস্তকারীগণ তাহা না করিয়া আপীল দায়েরে সময়ের মধ্যেই এই রীট মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন, যাহা কথিত মোকদ্দমা বিচারাধীন অবস্থায় দায়ের হইয়াছে বলিয়া গন্য হয়। একই বিষয় নিয়া দেওয়ানী আদালতে এখনও মোকদ্দমা বিচারাধীন সেখানে রীট এখতিয়ারে অত্র মোকদ্দমা চলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে, এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালতের ২১ বিএলডি(এডি) ৬০, শাহজাদী বেগম ওয়াকফ এস্টেট-বনাম-সেক্রেটারী, মিনিস্টারী অব কমিউনিকেশন (রোডস এন্ড রেলওয়ে) ঢাকা, বাংলাদেশ গং মোকদ্দমার নজির এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে. "Pendency of civil suit and appeal- Writ petition not maintainable. Self- same property cannot be the subject-matter of both writ petition and the pending suit and appeal between the parties."

সার্বিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে প্রতীয়মান যে, দরখাস্তকারীগণের পিতা এল,এ, কেস ৩০/১৯৫৮-৫৯ আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত কিনা? কথিত অধিগ্রহণকৃত জমি (এ্যানেঞ্জার-এ অনুযায়ী) দেখা যায় চাষি চালা জমি, সেখানে দরখাস্তকারীগণের অধিগ্রহণের সময় হইতে ভোগদখলে থাকা, বাড়ী-ঘর নির্মাণ করিয়া বসবাস করা সম্ভব কিনা? ১৯৫৮-৫৯ সালে অধিগ্রহণকৃত

সম্পত্তির ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে পুনর্বাসন প্লট পাওয়ার দরখাস্ত এত দেরীতে দায়ের তথা ১৯৮৭-১৯৮৮ করার বিষয়; ইহাছাড়া ৫নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর দাবী অনুযায়ী প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কিনা? তাহার বরাবরে সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রীকৃত লীজ দলিল যাহার বিরুদ্ধে এখনও দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে তাহা বাতিলের প্রার্থনা! দরখাস্তকারীগণ কথিত ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে এতদিন পর পুনর্বাসন প্লট পাওয়ার বিষয় পুনর্বাসন প্লট প্রদানের নীতিমালা কি ছিল? ইত্যকার সকল বিষয়াদি নিষ্পত্তি করিতে হইলে; উভয়পক্ষের দাখিলকৃত দলিলপত্র বিচার বিশ্লেষণ এবং তাহার সত্যতা নিরূপনের জন্য সাক্ষ্যাদি গ্রহণ অবশ্যই অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার, যাহা কোন প্রকার রীট আদালতের এখতিয়ারের সংক্ষিপ্ত বিচার প্রণালী সমর্থন করে না। আর এই ধরনের রাশি রাশি বিতর্কিত ঘটনা সম্বলিত প্রশ্নের সমাধানের জন্য যেখানে দেশে প্রচলিত আইনে যথাযথ বিকল্প প্রতিকারে সমপ্রদফল পাওয়ার নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া রীট এখতিয়ারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের আওতায় সুপ্রীম কোর্টে বিষয়টি নিয়া আসার অর্থ নিম্ন আদালতগুলির কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধসহ অবজ্ঞার চোখে দেখা, যাহা কোনভাবে কাম্য হইতে পারে না, তাহা হইলে সকলে যেনতেন বিষয় নিয়া সুপ্রীম কোর্টের দারস্থ হইতে উৎসাহিত হইবে এবং নিম্ন আদালতের বিচার ব্যবস্থায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। অন্যদিকে সুপ্রীম কোর্টের মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ভার বহন করিতে সুপ্রীম কোর্টকে হিমসিম খাইতে হইবে।

সর্বোপরি প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী পক্ষের দায়েরকৃত স্বত্বের ঘোষণা ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমা নং ৬১০৭/২০০৮ এর আর্জি দেওয়ানী কার্যবিধি আদেশ ৭ নিয়ম ১১ এর বিধানমতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে; পূর্ববর্তী আলোচনা অনুযায়ী উক্ত

আদেশের বিরুদ্ধে একই আইনের বিধান অনুযায়ী আপীলের সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে কিন্তু সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারীগণ হয়তবা যথাযথ উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়া সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অত্র রীট আবেদন দায়ের করিয়া থাকিতে পারেন, সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারীগণ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার সুযোগ পাওয়ার হকদার বটে, কেননা বিজ্ঞ আইনজীবী মহোদয়ের ভুল উপদেশের খেসারত দরখাস্তকারীর উপর বর্তাইতে পারেনা, যাহা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।

এমতাবস্থায় বর্ণিত আলোচনা, পর্যালোচনা, নিজের সমূহের সিদ্ধান্তের এবং উক্তরূপ দিক নির্দেশনার আলোকে আমরা একমত যে, দরখাস্তকারীগণের রীট আবেদনটি বর্তমানে কলেবরে রক্ষণীয় নয় বিধায় রুলটি খারিজযোগ্য।

অতএব,

ফলাফল,

দরখাস্তকারীগণের রীট আবেদনটি রক্ষণীয় নহে বিধায় রুলটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার করা হইল।

বিচারপতি এ,এইচ,এম, শামসুদ্দিন চৌধুরীঃ

আমি একমত।